8003 - পানি ও পাথর দিয়ে শৌচকার্য করা

প্রশ্ন

আমি সারাদিন মাদরাসায় থাকি। সেখানে টয়লেটে যাই। পেশাব-পায়খানা করার জন্য বাসায় যেতে পারি না। আমি কি অযু করে নামায পড়ে নিব? নাকি নামায ছেড়ে দিয়ে পরে পড়ে নিব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

একজন মানুষ হাজত সারার (পেশাব-পায়খানা করার) পর হয় পানির সাহায্যে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে নতুবা পানি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে নাপাকি দূর করবে। পানি দিয়ে নাপাকি দূর করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। আর পানি ছাড়া অন্য উপকরণ যেগুলো নাপাকি দূর করার উপযুক্ত, যেমন: টয়লেট টিস্যু, ন্যাকড়া বা পাথর ইত্যাদি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

ব্যক্তি হাজত সারার পর তিনি অবস্থার কোন এক অবস্থা অনুসরণ করতে পারে:

এক. পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন (শৌচকার্য) করা। এটা জায়েয। দলীল হলো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজত সারার পর আমি আর আমার মত এক বালক পানির লোটা ও বর্শা বয়ে নিয়ে যেতাম। এরপর তিনি পানি দিয়ে শৌচকার্য করতেন।"[বুখারী (১৪৯) ও মুসলিম (২৭১) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

যুক্তি হলো: নাপাকি মূলতঃ পানির দিয়ে দূর করা হয়। আপনি যেমন পানি দিয়ে নিজের পা থেকে নাপাকি দূর করেন তেমনি আপনার শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য নাপাকও আপনি পানি দিয়ে দূর করবেন।

দুই. পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। পাথর দিয়ে শৌচকার্য করা যথেষ্ট। এর পক্ষে দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও আমল।

কথা হলো: সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস: 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনটির কম পাথর দিয়ে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন।' [মুসলিম (২৬২) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

কাজ হলো: ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন শৌচকার্যে যাওয়ার সময়

আমাকে তনিটি পাথর কুড়য়িে দয়োর নর্দিশে দলিনে। আমি দুটি পাথর পলোম। আরকেটি খুঁজলাম; কন্িতু পলোম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবের নয়িে তার কাছে গলোম। তনিি পাথর দুটি নলিনে এবং গোবরখণ্ড ফলেে দয়িে বললনে: “এটা অপবত্রি।”[বুখারী (১৫৫) হাদীসটি বর্ণনা করনে]

এবং আবু হুরায়রা রাদয়িাল্লাহু আনহুর হাদীস যে, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্য কছিু পাথর সংগ্রহ করে একটি কাপড়ে করে নয়িে এলনে। এরপর সগেুলো তাঁর কাছে রখেে চলে গলেনে।[বুখারী (১৫৪) হাদসিটি বর্ণনা করনে] এ হাদসিটি পাথর দয়িে শৌচকার্য বধৈ হওয়ার প্রমাণ কর।ে

তনি. প্রথমে পাথর দয়ি,ে তারপর পানি দয়িে পবত্রিতা অর্জন (শৌচকার্য) করা।

এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়ছেে মর্মে আমার জানা নইে। তবে নঃিসন্দহেে এ পদ্ধততিে পবত্রিতা অর্জন অধকি পূর্ণাঙ্গ।[আশ-শারহুল মুমতি‘ (১/১০৩-১০৫)]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে শৌচকার্য করতে পারছনে না বলে আপনার জন্য সালাত ত্যাগ করা ও বলিম্ব করার কোনো ওজর নইে। কারণ আপনি টস্যিু বা অনুরূপ কছিু দয়িে নাপাকি দূর করতে ও পবত্রি হতে পারনে। প্রত্যকেে নজিরে পকটেে কছিু টস্যিু রাখতে পারনে যগেুলো দয়িে তনিি পরষ্কিার হবনে। তাছাড়া প্রশ্ন থকেে এটা স্পষ্ট হয়নি যে, টয়লটে সারার পর পানি দয়িে শৌচ করতে আপনার বাধা কোথায়? যহেতেু আপনি বলছেনে: আমি কি অযু করে নামায পড়ে নবি; নাকি নামায ছড়েে দবি? তার মানে পানি আছ।ে সুতরাং আপনি চাইলে পানি নয়িে টয়লটেে গয়িে শৌচকার্য করতে পারনে। যদি এটা না করতে পারনে তাহলে টস্যিু বা অনুরূপ কছিু দয়িে নাপাকি দূর করা আপনার ওপর আবশ্যক। তারপর আপনি অযু করে নামায পড়বনে। ওয়াক্ত শষে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নামায দরেী করা আপনার জন্য জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।